বসন্তের প্রথম দিনে বিদায়ের লগ্ন

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ছিল পহেলা ফাল্গুন । সকালে মনটা বেশ ভাল ছিল। ফাল্গুন মাসের এক তারিখ আসলেই মনে পড়ে হলুদ শাড়ী, গাদা ফুল আর বাংলা একাডেমীর বই মেলার কথা। কিন্তু সেই আনন্দটুকু বেশীক্ষন স্থায়ী হলোনা। হঠাৎ শুনতে পেলাম প্রখ্যাত অভিনেতা হুমায়ুন ফরীদি আর নেই। প্রচন্ড একটা ধাক্কা লাগলো মনে। বিশ্বাস হচ্ছিলনা না তাঁর মত একজন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি এ পৃথিবী ছেড়ে চিরদিনের মত বিদায় নিয়েছেন।

'মনে হচ্ছে দুটি কথা, সুন্দর ও বেদনা। সুন্দর ও বেদনা এ দুটি পাতার মাঝখানে একটি ফুল- বিকশিত বিশ্ব।' কবির সাথে সুর মিলিয়ে আমারো বলতে ইচ্ছে হচ্ছে হুমায়ুন ফরীদি আমাদের যা উপহার দিয়েছেন তা সুন্দর, অতুলনীয়, বর্ণনাতীত। যা শুধু মুগ্ধ হয়ে দেখার মত ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। উনার তুলনা উনি নিজেই। তাই তাঁর চলে যাওয়াটা অনেক বেশী বেদনাদায়ক। যে চরিত্রে যখন অভিনয় করেছেন সে চরিত্রের সাথে তিনি একান্ত ভাবে মিশে গেছেন। এত ভিন্ন চরিত্রে কেউ যে এত দক্ষতার সাথে অভিনয় করতে পারে সে দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। চলচিত্র , টেলিভিশন ও মঞ্চে সমান দাপটের সাথে অভিনয় করে দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষের মনে আসন করে নিয়েছেন তিনি। কিছু কিছু ক্ষতি আছে যা কোন কিছু দিয়েই পুরন হয়না। উনার হঠাৎ চলে যাওয়াটাও বাংলাদেশের জন্য সে রকম একটা ক্ষতি। বসন্তের প্রথম দিনে তিনি চলে গেলেন, স্মৃতিটুকু রেখে গেলেন ভক্তদের মাঝে। সেই স্মৃতি বসন্তের ফুল হয়ে ফুটে থাকুক চিত্রজগতের আঙ্গিনায়।

তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

অমিয়া মতিন, সিডনী